হিরা মানিক জ্বলে

গল্প – বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি – ভার্গব চৌধুরী

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুলু উপসাগরের নির্জন দ্বীপের...

..এক প্রাচীন শহরে–
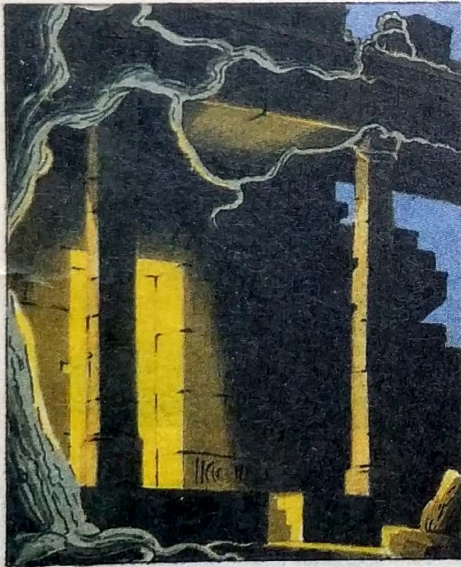
– আমরা শপথ নিচ্ছি, এই গুপ্ত রত্ন ভাণ্ডার আমরা রক্ষা করব, যদি কোনও বিদেশি এই রত্ন ভাণ্ডার লুণ্ঠন করার চেষ্টা করে তবে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ভবিষ্যতেও...
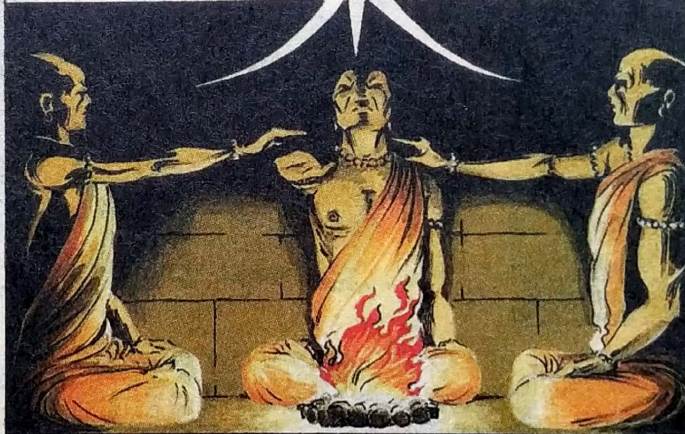
...আমাদের এই সংগঠনের সদস্যরা একই কাজ করবে।

চারশো বছর পর, কলকাতার গড়ের মাঠে, এক সন্ধ্যায় –
সনৎ, বি এসসি পাশ করে কী করবি ভাবছিস?
এখনও কিছু ঠিক করিনি সুশীলদা, তবে...
খুন! খুন!
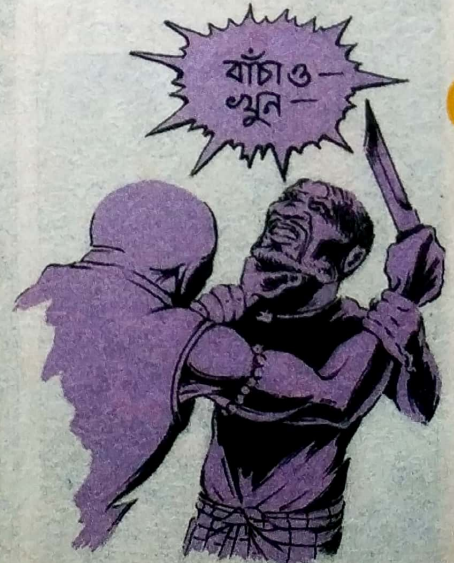
খুন
ওকী?

বাঁচাও – খুন –

সনৎ, ছিনতাইবাজ।
অ্যাই –
কী হচ্ছে?

লোক জমে যাচ্ছে।

আঃ!

না, মরেনি। সনৎ, শিগ্‌গিরিই একটা ট্যাক্সি ডাক্‌। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

এক ঘন্টা পর –
SSKM HOSPITAL
সুশীলদা, এরকম এক – জন গরিবের কাছ থেকে ছিনতাই করে কী পাওয়া যাবে?
তুই ঠিক বলেছিস। কাল এসে খোঁজ করে যাব।
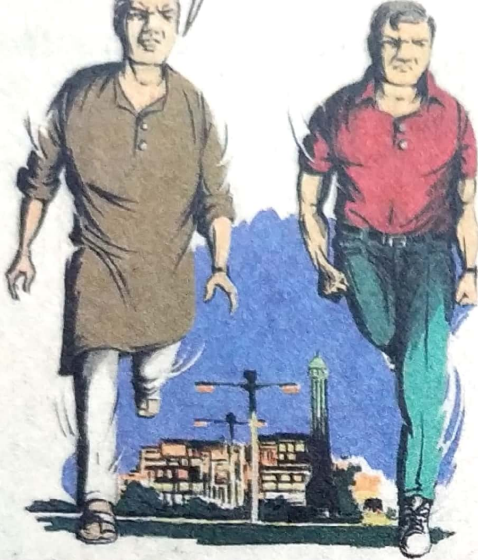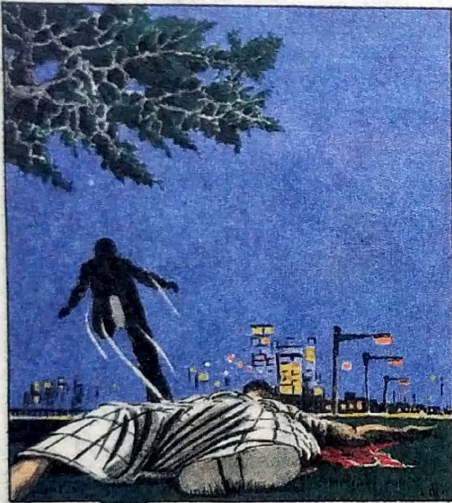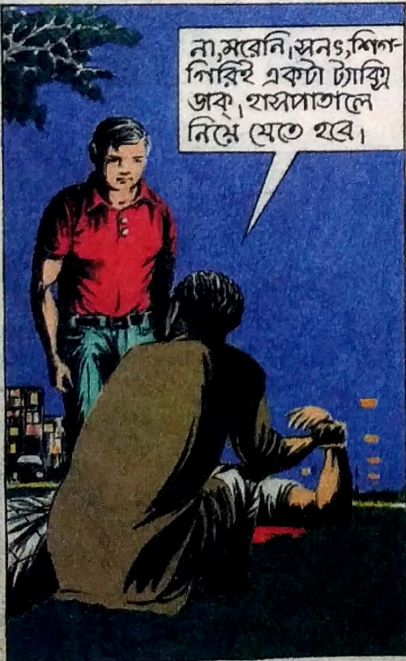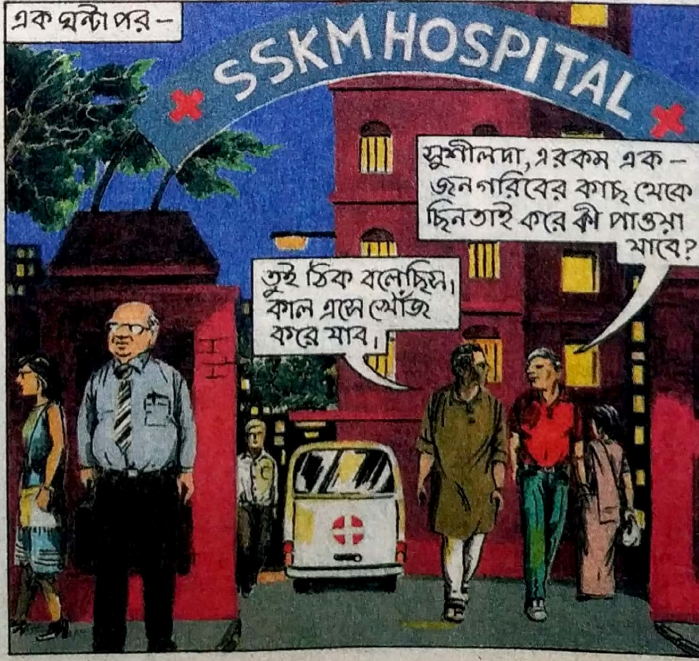
তখন –
এখানে চলে এসো।
ভিড় জমে যাচ্ছিল। কাজটা করা যায়নি।

পরদিন, হাসপাতালে –

আমাদের চিনতে পারছ? আমরাই কাল তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলাম।

জানি বাবু, আপনারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

কিন্তু ওই লোকটা তোমাকে ছুরি মারতে গিয়েছিল কেন? টাকার জন্য?
টাকার জন্য নয়, বাবু...

.. এই পাথরটার জন্য, বড্ড দামি পাথর এই পদ্ম-রাগ মণি।

তখন কলকাতারই এক জায়গায়–
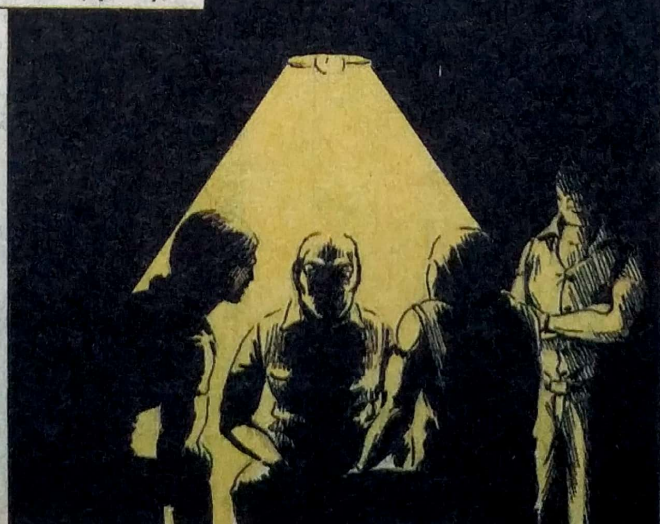
পদ্মরাগ মণিটা আমাদের চাই, না হলে বাইরের লোক গুপ্তধনের কথা জেনে যাবে।

হাসপাতালে–
ম্যানিলা শহরে নটরাজন নামে একজন এই পাথর আমাকে দিয়েছিল।

ম্যানিলা! তুমি ম্যানিলায় গিয়েছিলে নাকি?

বাবু, আমার নাম জামাতুল্লা। আমি জাহাজের খালাসি ছিলাম। অনেক দেশেই গিয়েছি। এমনকী নটরাজন এই পাথর যেখান থেকে পেয়েছিল সেই..

..বিন্ধ্যমুনির দেশেও আমি গিয়েছি।
বিন্ধ্যমুনির দেশ!?

!!
হ্যাঁ। হিরে-মানিকে ভরা এক প্রাচীন শহর।

হিরে-মানিকে ভরা বিন্ধ্যমুনির দেশ!!

কিছুক্ষণ পর–
কী ভাবছ, সুশীলদা?
ভাবছি হিরে-মানিকে ভরা সেই প্রাচীন শহরের কথা। সেখানে কী যাওয়া যায়?

বুঝলি সনৎ, এই জামাতুল্লার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।
FAST

পরদিন—
এই যে জামাতুল্লা আজ কেমন আছ?
ভাল আছি বাবু, আজ ছুটি পাব।

জামাতুল্লা, তোমার সেই পাথরটা একবার দেখাবে?
নিশ্চয়ই।

এই যে, বাবু।

পাথরের গায়ে এই নকশার মানে কী?
আমি জানি না, তবে নটরাজন বলেছিল..

তখন—
লোকটা এখানেই আছে।
..ওই নকশার মধ্যেই হিরে-মানিকের হদিশ আছে।

এই নকশার একটা ছবি এঁকে নিই।

মোটামুটি হয়েছে।

এখানে আমার ঠিকানা আছে, যোগাযোগ রেখো।
ঠিক আছে, বাবু।

কয়েকদিন পর—
সনৎ, আমি যদি সেই হিরে-মানিকের দেশে যাই; তুইকি যাবি আমার সঙ্গে?
নিশ্চয়ই যাব, সুশীলদা।

ডিং-ডং
এখন কে এল?

জামাতুল্লা!
হ্যাঁ, বাবু।

ভিতরে এসো।

!
বাবু, সেই পদ্মরাগ মণির জন্য আবার আমার উপর হামলা হয়েছে। এখন এই . . .
!

. . .পাথর নিজের কাছে রাখতেই ভয় করছে।
ওই পাথর সঙ্গে নিয়ে ঘুরো না। আর . . .

. . . জামাতুল্লা চলো, আমরা আবার সেই হিরে-মানিকের দেশে যাই। যাবে?

আবার সেই বিষ্ণুমুনির দেশে! কিন্তু—
টাকার কথা ভাবতে হবে না। সে সব ব্যবস্থা আমিই করব।

??

ঠিক আছে, চলুন। সিঙ্গাপুরে ইয়ার হোসেন নামে . . .

. . আমার চেনা এক লোক আছে। তাকে সঙ্গে নিতে হবে।

আজ আমি যাচ্ছি। কিন্তু বাবুরা . . .

. . . .মনে রাখবেন. .

. . . সুলু সাগরের সেই নির্জন দ্বীপে যাওয়ার চেষ্টা করলে ভীষণ . . .

. . . বিপদে পড়তে পারেন। তার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।
!?

দু'মাস পর, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক ছোট বন্দর—সাঙ্গাপোন।
কাল আমরা রওনা দেব, কিন্তু আপনারা সেই বিষ্ণুমুনির দেশে যেতে চাইছেন কেন?
ছবি তুলতে, মি. হোসেন।
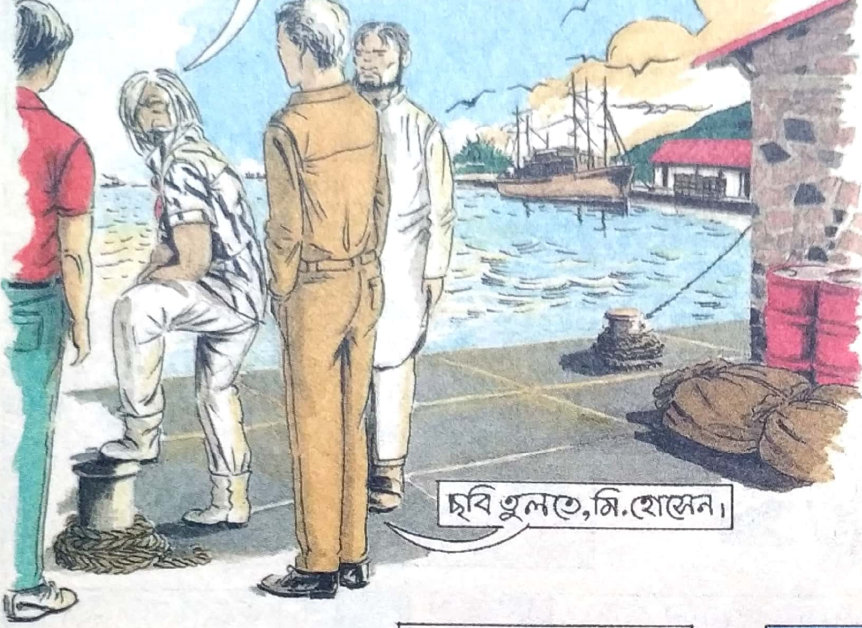
এত কষ্ট করে সেই নির্জন দ্বীপে যাবেন শুধু ছবি তুলতে? ঠিক আছে। কিন্তু...

...আমাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সাবধান।

জামাতুল্লা, তোমার এই ইয়ার হোসেন সুবিধের লোক নয়।

হ্যাঁ বাবু। আগে ইয়ার হোসেন বোম্বেটে ছিল। সেইজন্য ওকে ধন-রত্নের কথা বলিনি।
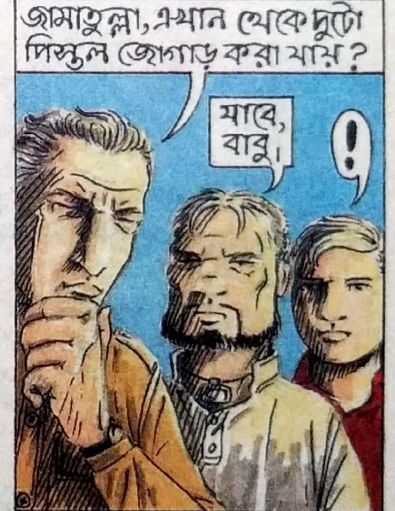
জামাতুল্লা, এখান থেকে দুটো পিস্তল জোগাড় করা যায়?
যাবে, বাবু।
!
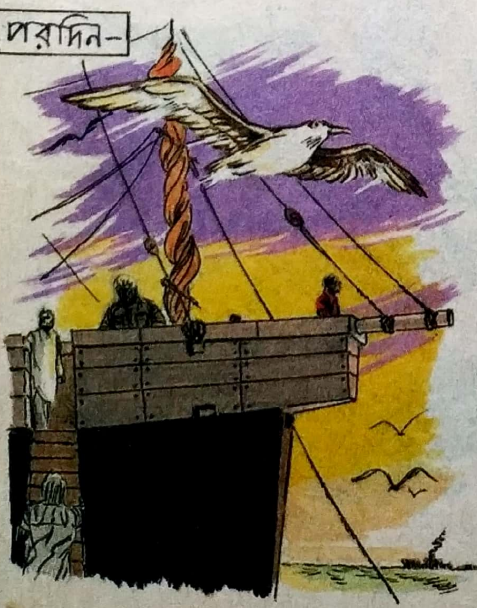
পরদিন—

জাহাজের খালাসিরাও সুবিধের মনে হচ্ছে না। এরা কি ইয়ার হোসেনের দলের?

এক ঘন্টা পর—
জামাতুল্লা, দ্বীপে যাওয়ার পথ তোমার মনে আছে?
আছে, হোসেন-সাব।

দু'দিন পর—
জামাতুল্লা, তোমার সেই দ্বীপ কোথায়?
তাই তো—

জামাতুল্লা, তুমি পথ ভুল করেছ। আমরা অনেক দক্ষিণ দিকে চলে এসেছি। ক্যাপ্টেনকে বলো, জাহাজ পূর্ব দিকে চালাতে।

সেদিন বিকেল বেলা—

ঝড় উঠবে মনে হচ্ছে।

ঢং
ঢং
ঢং

সবাই হুঁশিয়ার। সাগরে ঝড় আসছে।
!!

কিছুক্ষণের মধ্যে—

তাড়াতাড়ি পাল নামাও।
ওঃ-
ক্যাপ্টেন, এ জাহাজ কোথায় চলেছে?
জানি না!
জাহাজ ছুটে চলেছে এক ভয়ংকর বিপদের দিকে।

এক ঘন্টা পর –
সামনে ওটা কী?

ডুবো পাহাড়।

?!

সামাল – সামাল – ক্যাপ্টেন।।

ওফ্‌ – খুব জোর বেঁচে গিয়েছি।

আমরা ডুবো পাহাড় পার হয়ে এসেছি।
শাবাশ, ক্যাপ্টেন।

কিছুক্ষণ পর –
ঝড়ের বেগও কমে এসেছে।
আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে।

আরও আধ ঘন্টা পর –
কিন্তু ঝড় আমাদের কোথায় নিয়ে এল?
ওখানে – ?

সুশীলদা, জামাতুল্লা, ওখানে একটা দ্বীপ মনে হচ্ছে।

!!

?!

সুশীলবাবু, হোসেন সাব –
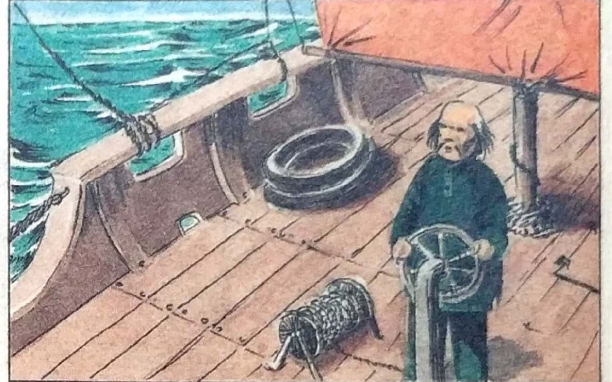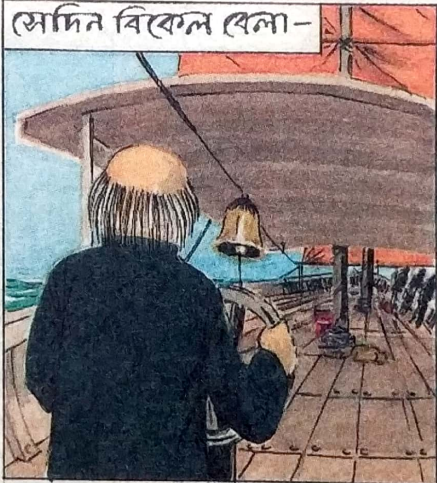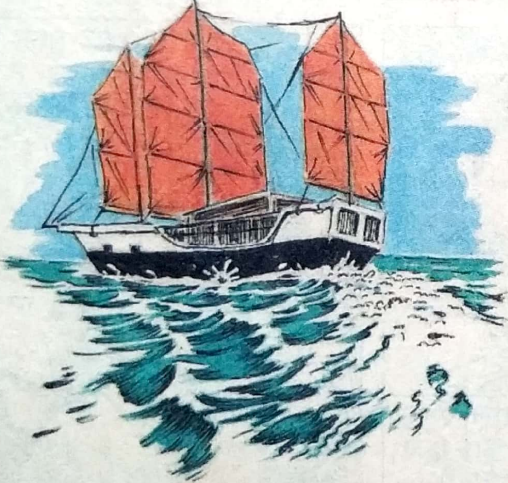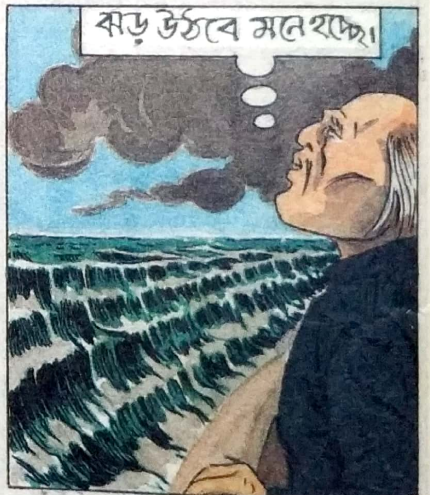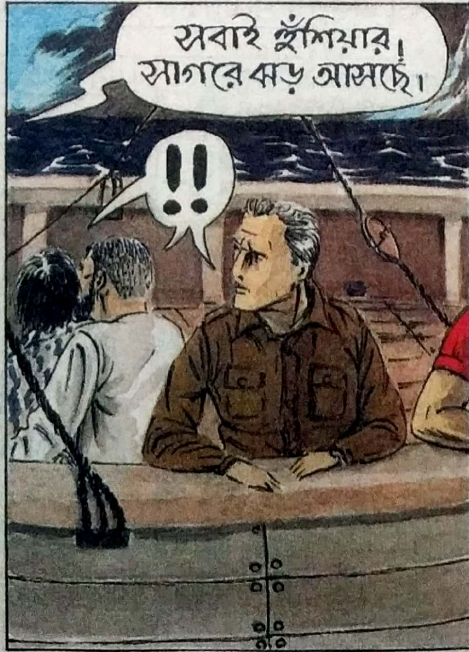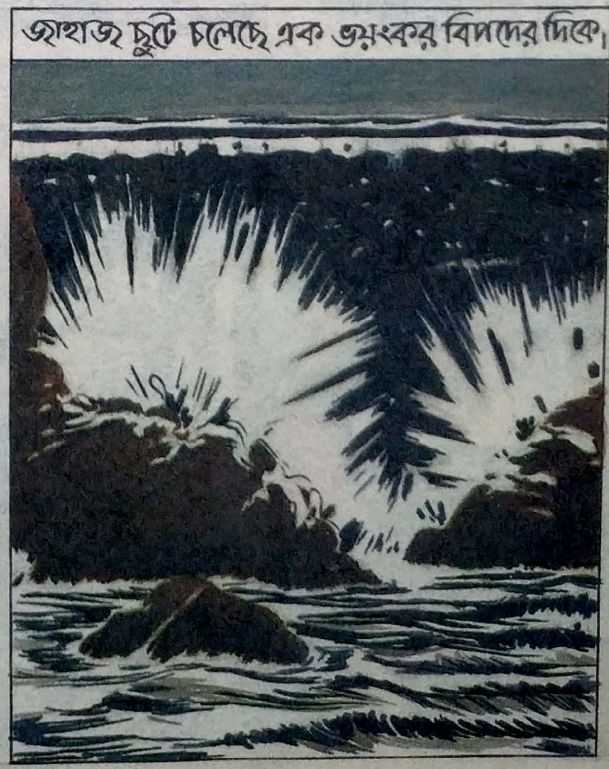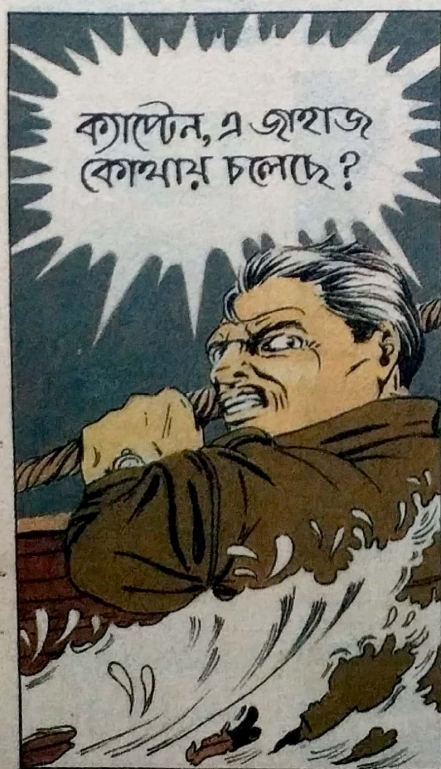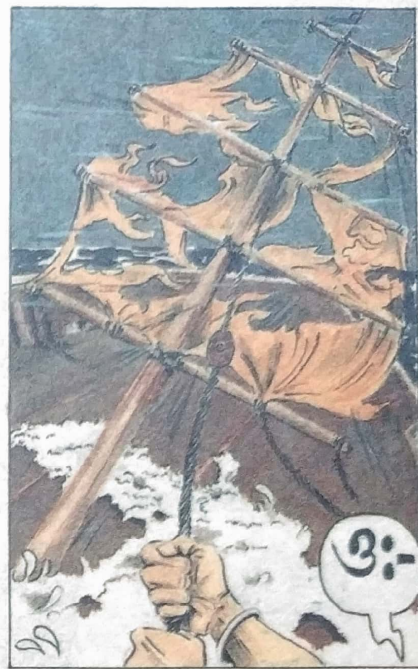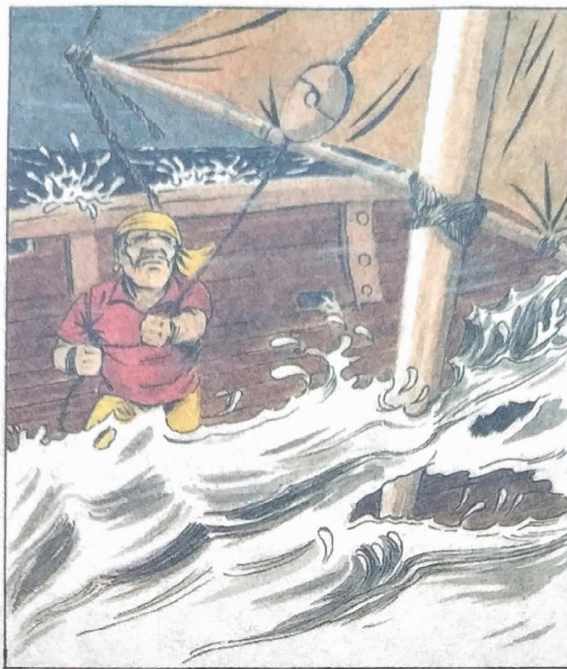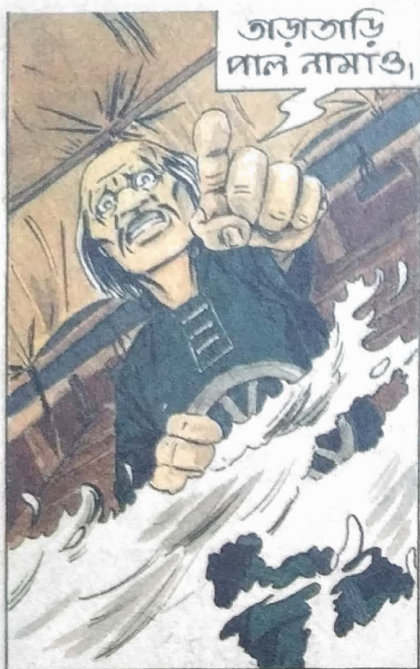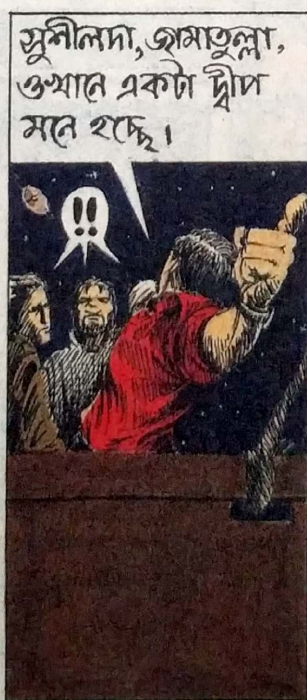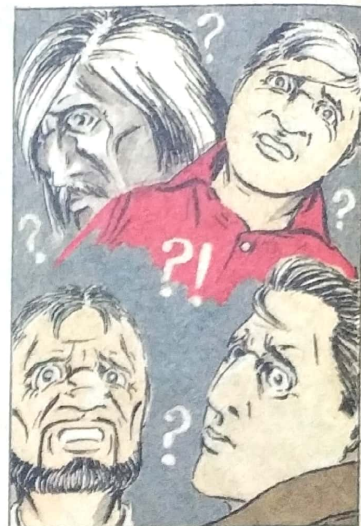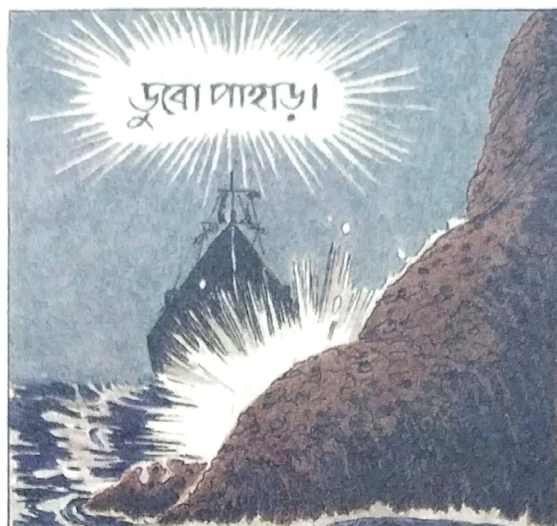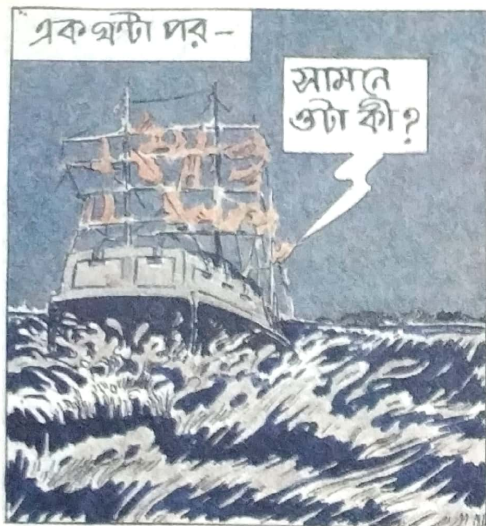
–আমরা সেই বিন্ধ্যমুনির দেশে পৌঁছে গিয়েছি।

কিন্তু আজ রাতে নয়, কাল সকালে ওই দ্বীপে নামব।

পরদিন সকাল–
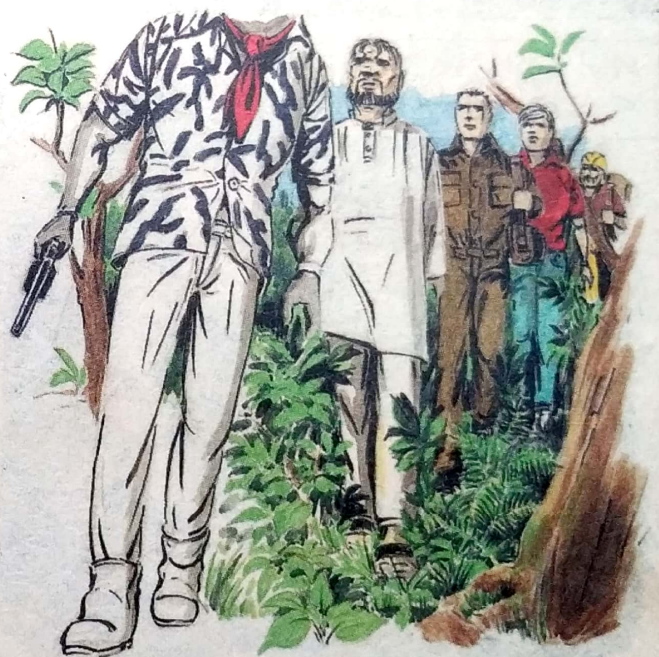
সুশীলদা, ওই দ্যাখো শিম্পাঞ্জি।
শিম্পাঞ্জি নয়রে, ওরাং ওটাং।
ছবি নিন, বাবুজি!

ফিস্, ফিস্– সব সময় ভান করবেন আপনারা...

...যেন ছবি তুলতেই এসেছেন। নাহলে ইয়ার হোসেন সন্দেহ করবে।
ঠিক।

ওঃ, কী গভীর জঙ্গলে!

দিনের শেষে—

জামাতুল্লা, সেই প্রাচীন শহর আর কত দূর?
এখনও দু' দিনের পথ।
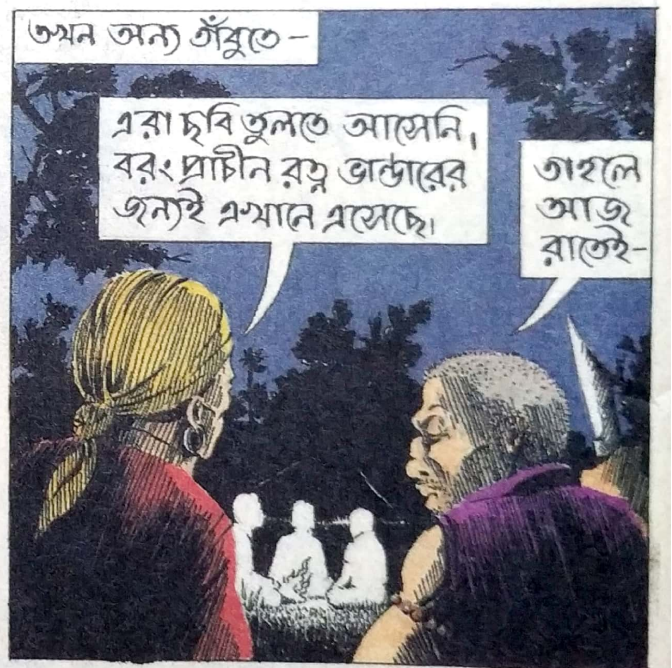
তখন অন্য তাঁবুতে—
এরা ছবি তুলতে আসেনি, বরং প্রাচীন রত্ন ভান্ডারের জন্যই এখানে এসেছে।
তাহলে আজ রাতেই—
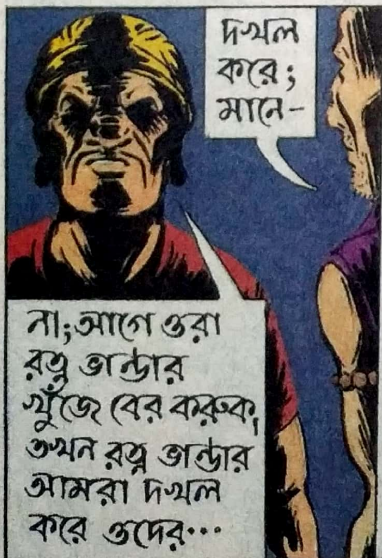
দখল করে; মানে—
না; আগে ওরা রত্ন ভান্ডার খুঁজে বের করুক, তখন রত্ন ভান্ডার আমরা দখল করে ওদের…

এ তো দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, দল যদি জানতে পারে তবে…
জানতে পারবে না।
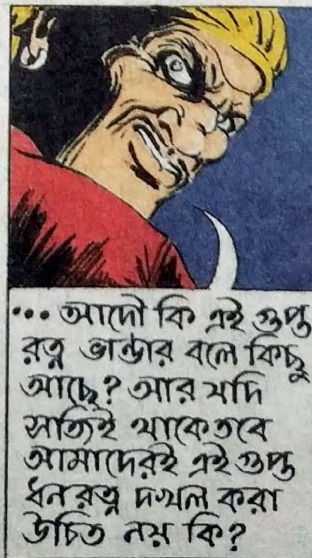
…আদৌ কি এই গুপ্ত রত্ন ভান্ডার বলে কিছু আছে? আর যদি সত্যিই থাকে তবে আমাদেরই এই গুপ্ত ধনরত্ন দখল করা উচিত নয় কি?
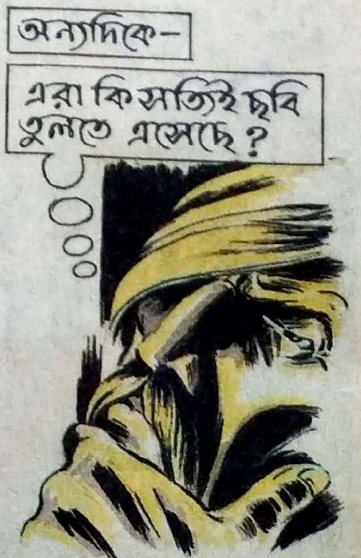
অন্যদিকে—
এরা কি সত্যিই ছবি তুলতে এসেছে?

পরদিন আবার হাঁটা শুরু হল–
সুনীলদা, দ্যাখো কী সুন্দর পাখি।
হ্যাঁ, দাঁড়া একটা ছবি নিই।
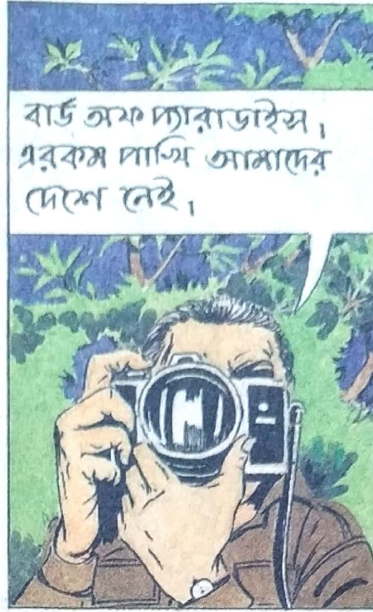
বার্ড অফ প্যারাডাইস। এরকম পাখি আমাদের দেশে নেই।
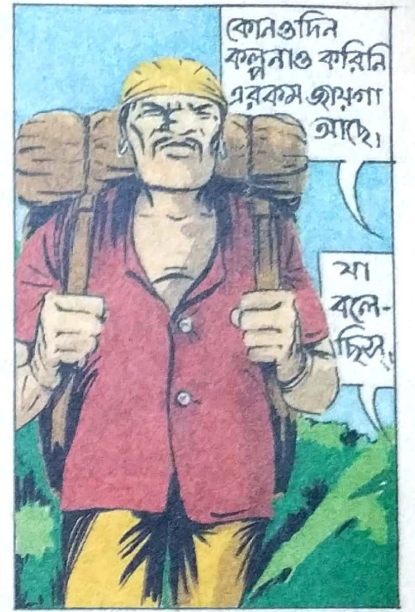
কোনওদিন কল্পনাও করিনি এরকম জায়গা আছে।
যা বলে-ছিস।

খুব ছবি তুলছে।

আরে! জলদি আসুন, এখনও অনেক পথ যেতে হবে।

কয়েক ঘন্টা পর–

ওই দেখুন।
!

জঙ্গলের মধ্যে মুণ্ডহীন পাথরের মূর্তি!

মনে হচ্ছে আমরা সেই প্রাচীন নগরের কাছে এসে গিয়েছি।
হ্যাঁ, সাব।
!?
?

আরও কয়েক ঘন্টা পর–
ও সুশীলদা, এ কোথায় এলাম!
সনৎ, আমার মনে হয় এটাই প্রাচীন চম্পা রাজ্য। প্রাচীন কালে এখানে ভারতবাসীরা এসে...

!
...বসতি স্থাপন করে।

ভাবছি, এই মূর্তিগুলো বিক্রি করলে কেমন হয়?
ও কাজ করবেন না মিঃ হোসেন।

সি: হোসেন, তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা করুন। আমরা ততক্ষণ ছবি তুলে আসি।
ঠিক আছে।
?

জামাতুল্লা, রত্ন-ভাণ্ডার আমাদের তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে হবে।
হ্যাঁ, বাবু।

এক ঘন্টা পর—
এ ঘরেও তো কিছু নেই।

দু' ঘন্টা পর—
হ্যাঁ, বাবু, কিন্তু আজ ফিরে চলুন। কাল আবার আসব।
এখনও পর্যন্ত সেই গুপ্তধনের চিহ্নও দেখতে পেলাম না।

পরদিন—
আজকেও আপনারা ছবি তুলতে যাচ্ছেন? এরকম ছবি . . .

...তোলা আর কত দিন চলবে?
খুব বেশি দিন নয়, সি: হোসেন।

বাবু, ইয়ার হোসেন সন্দেহ করছে।

কাল আমরা একসঙ্গে আসব না।
ঠিক আছে, জামাতুল্লা। আমরা বড় মন্দিরে অপেক্ষা করব।

পরদিন—
ওই যে ওরা ছবি তুলতে যাচ্ছে। কিন্তু আজ জামাতুল্লা সঙ্গে নেই দেখছি।
প্রতিদিন কী এত ছবি তোলে? নজর রাখতে হবে।
এক ঘন্টা পর—
এখন জামাতুল্লা কোথায় যাচ্ছে!
তখন দুই কুলি—
হোসেন সাব মনে হচ্ছে, জামাতুল্লার পিছু নিয়েছে।
হ্যাঁ, আমরাও নেব।
হঠাৎ—
মট্
কীসের আওয়াজ?
মনে হয় কেউ না। কিন্তু আমাকে সাবধান হতে হবে।
বুঝতে পারেনি।
এর পরেই—
কোন দিকে গেল?
এসো, জামাতুল্লা।
সুশীল-বাবু?

এক ঘণ্টা পর—
এখনও কোনও সন্ধান পেলাম না।

আরও এক ঘণ্টা পর—
জামাতুল্লা, মনে হচ্ছে এই গুপ্ত-ধনের গল্পটা একটা মিথ্যে গুজব।
এই নকশাটা চেনা-চেনা লাগছে।

আরে, এটা নড়ছে! এটা কী পাথরের একটা বোতাম?

কী হল—
আ:!

সনতের গলা। ও পিছনে ছিল।

সনৎ!
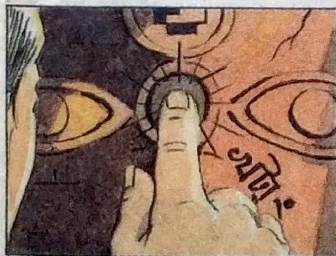
সনৎ, তুই কোথায়?

!
!
আমি এখানে, সুশীলদা।
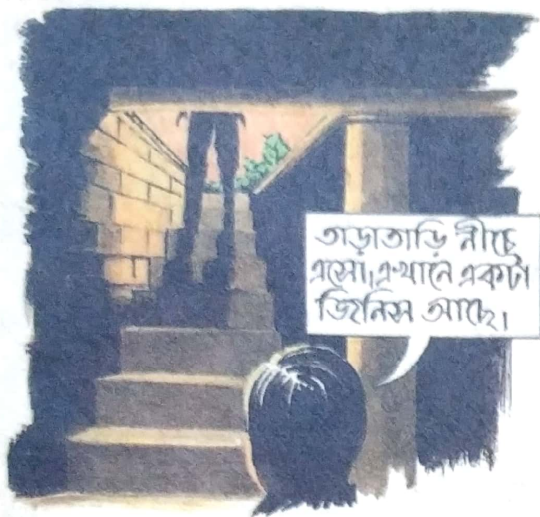
পাতাল ঘর!
এখানে একটা ঘর আছে।

ওই তো ওদের গলা।

তাড়াতাড়ি নীচে এসো। এখানে একটা জিনিস আছে।

অন্যদিকে—
আহ্—
কেউ তো নেই! কিন্তু ওদের গলার আওয়াজ তো এদিক থেকেই এল।

ওঃ, আর একটু হলেই গর্তে পড়তাম।
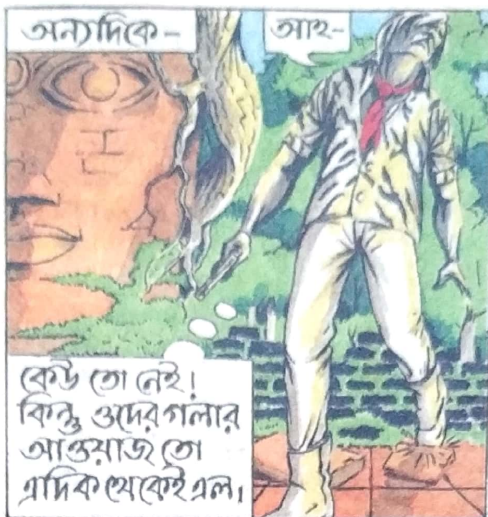
তখন মাটির নীচে—
!
ওই দ্যাখো

নীচে আরও একটা ঘর!

অন্যরাও নজর রাখছে—

পাথরের ঢাকনা! ঢাকনাটা সরিয়ে দেখি নীচে কী আছে।

উপরে—
গর্ত! মাটির নীচে ঘর—হতে পারে।

আমি আগে নীচে নামি, আপনি আলোটা ধরুন।

সাবধানে নামবেন, সনৎবাবু। ঘরের মেঝে জল-কাদায় ভর্তি।

সেই সময়—

ঘর-ভর্তি শুধু তামার জালা !

সিলিঙের কোনায় ওটা কী? ঘরের ড্রেন বলে মনে হচ্ছে।

এদিকে আর একটা ড্রেন। কিন্তু উপরে কেন?
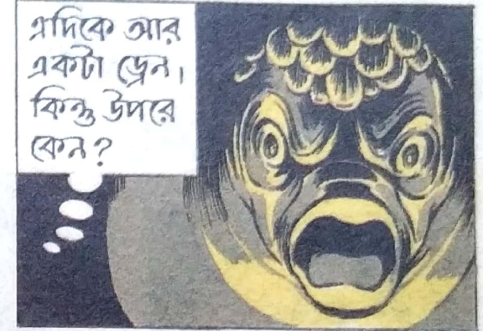
সনৎ, জামাতুল্লা, একটা জালা নামাও। ভিতরে কী আছে দেখি।

উফ — কী ভারী!

তখন —

আরেব্বাস!
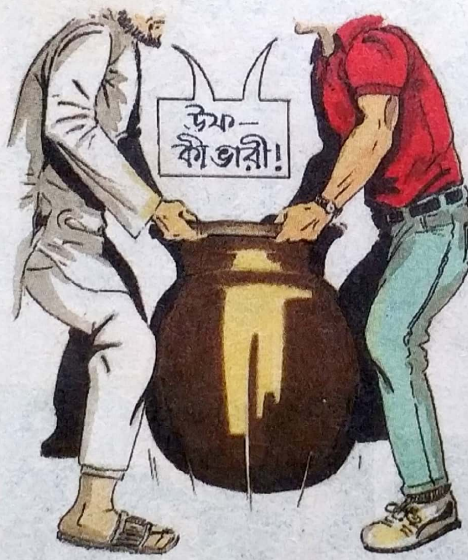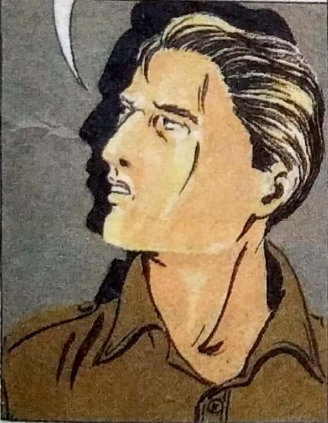
হা-হা-আমরা পেয়েছি - পেয়েছি।
একেই হিরে-মানিক বলে!

উপরে-
হা-হা-

হা-হা-
অবশেষে
গুপ্ত ভাণ্ডার
আমাদের হাতে।
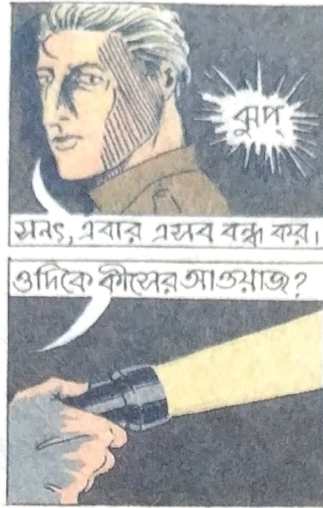
ঝুপ
সনৎ, এবার এসব বন্ধ কর।

ওদিকে কীসের আওয়াজ?
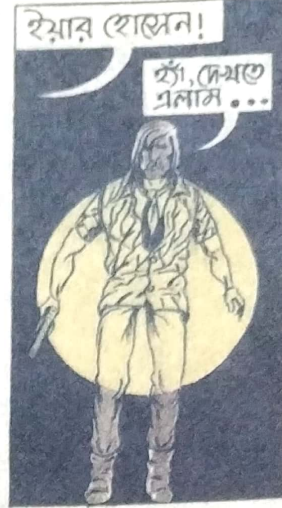
ইয়ার হোসেন!
হ্যাঁ, দেখতে এলাম...

...কেমন ছবি তুলছ। আরে— এসব কী!

অ্যাই, তোমরা ওখান থেকে সরে যাও।

এই জন্য তোমরা এখানে এসেছ। আমাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা। মজা টের পাবে এখনই।
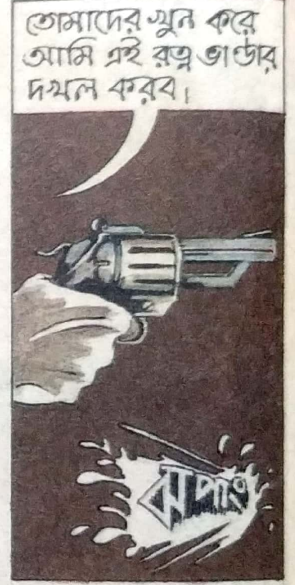
তোমাদের খুন করে আমি এই রত্ন ভাণ্ডার দখল করব।
ঝপাং

কী হল?

এই ধন-রত্ন কেউ পাবে না।

ব্যাপরটা এক তরফা হবে না।

আঃ!

হ্যাঁ, আমি।
তুই কুলি এখানে!

তোকে আমি—

ওঃ!

না না আহত লোককে কী করে গুলি করব!
ফিস্‌ফিস্‌– বাবু ইয়ার হোসেন আহত। ওকে এখনই গুলি করে মেরে দিন।

আপনাদের বাবু, মন বড় নরম। এই–
শ-শ-
চলাত-চল

ঠিক তখনই–
ও কী!
ধ্রাম-দমাস-

তারপর–
সুশীলদা, ঘরে জল ঢুকছে।

সাগরের জল ঘরে ঢুকছে। শিগগিরই উপরে চল।

কিন্তু হিরা-মানিক!
কোনও কথা নয়, উপরে –এখনই ঘর জলে ভর্তি হয়ে যাবে।

সনৎ, তুই টর্চটা ধর।

তখন ইয়ার হোসেন–
আঃ!

তাড়াতাড়ি উঠে এসো।
যাচ্ছি বাবু।
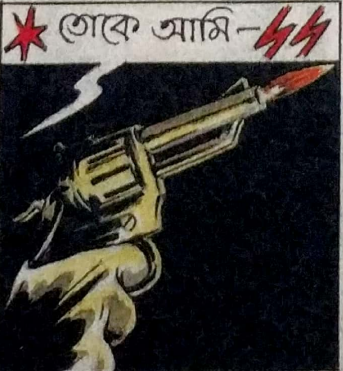
যাক জামাতুল্লাও উঠে এসেছে। এবার এই পাতাল ঘর ছেড়ে উপরের খোলা জায়গায় যেতে পারলে বাঁচি।
!?

ই-ই-ই
ই-ই
ই
জামাতুল্লা-

কী হল!
!!

ওই তো জামাতুল্লা, আবার উঠে আসছে।

না, ইয়ার হোসেন!

ঢাকনাটা আবার লাগিয়ে দে, সনৎ।

তখন উপরে-
নীচে গুলির আওয়াজ!

ওরা উপরে আসছে। কিন্তু আমার সঙ্গী কোথায়?

তবে কি সে নীচেই রয়ে গেল?

তবে তোরাও নীচেই থাক॥ ওঃ ভীষণ ভারী।

সনৎ, পাথরের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

!

আ-

তাঁবুর আর
এক কুলি।

আরও একজন মারা গেল।
চল, এবার যাওয়া যাক।

আঃ! অবশেষে বাইরে আসতে পেরেছি।
জামাতুল্লা ঠিকই বলেছিল, এ দ্বীপ ভীষণ বিপজ্জনক।
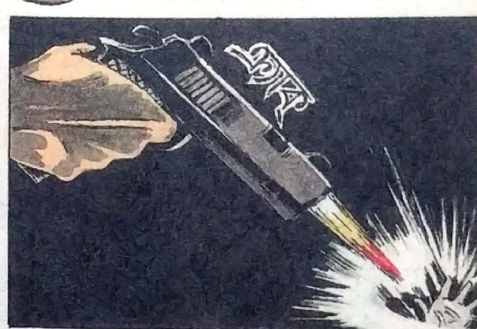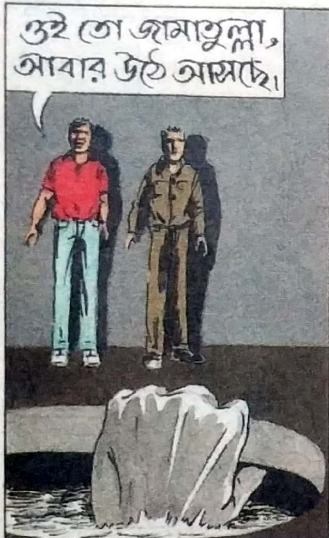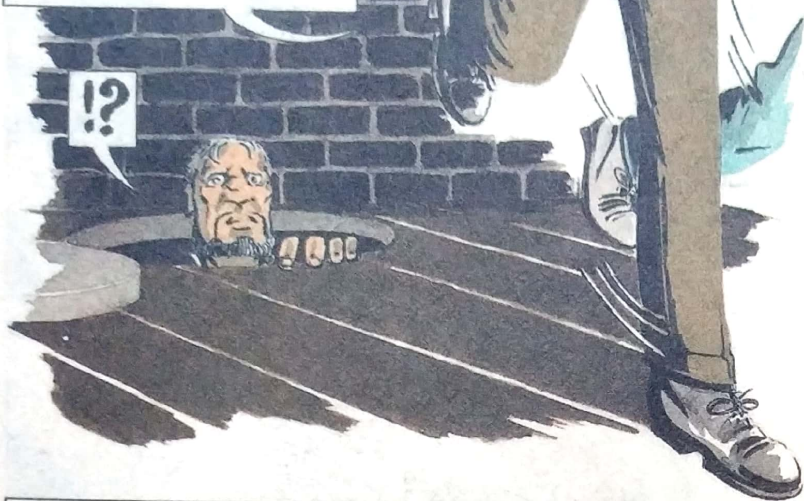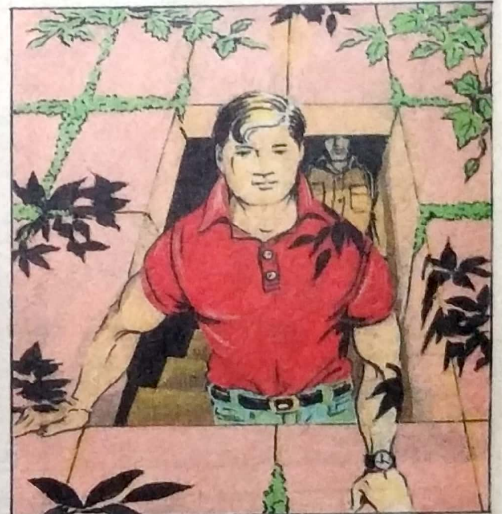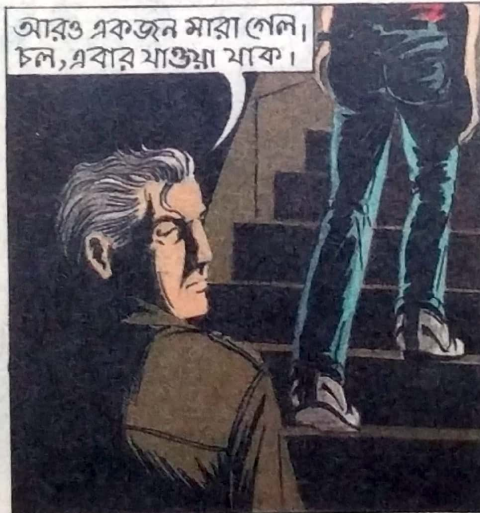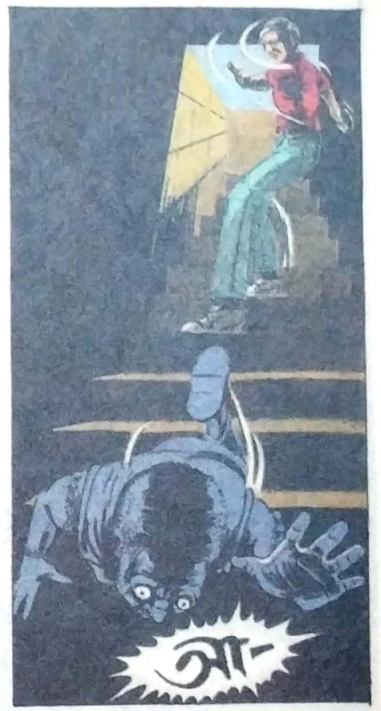
সারাদিন হাঁটার পর –
আমাদের নৌকা।

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, কাল সকালে জাহাজে চড়ব।
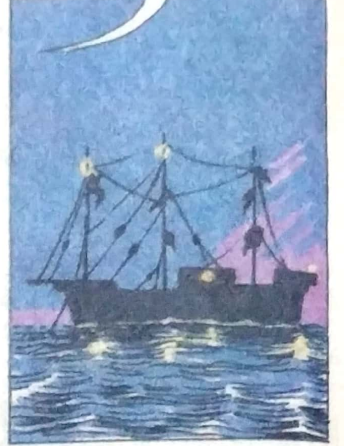
হাতের মধ্যে রত্ন ভাণ্ডার পেয়েও, খালি হাতে ফিরছি।

একেবারে খালি হাতে নয়রে –

সঙ্গে এইটা নিয়ে যাচ্ছি।

!

পরদিন সকাল –

সুযোগ পেলে আবার এখানে আসব।
সমাপ্ত